৪৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৫ JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

জনমত

১৯৯৪-৯৫ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও মেধা স্কোর

দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স (সম্মান) কোর্সসমূহে ভর্তির ব্যাপারে মেধা স্কোর প্রথা চালু আছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার ওপর ৪% স্কোর হিসাবে ধরা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বিধায় দেশের প্রতিটি ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর আশা থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু ভর্তির ব্যাপারে এই মেধা স্কোর চালু থাকায় ১৯৯২ সালে এসএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীরাই জ্ঞাত কারণেই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। কিন্তু যেসব ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ১৯৯১ বা কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯৯০ সালে এসএসসি পাস করেছে তারা মেধা স্কোরের প্রচলন হেতু অনেক পিছিয়ে পড়ছে। ভর্তি পরীক্ষায় অনেক ভাল করেও তারা হয়তো ভর্তি হতে পারবে না তাদের কাঙ্খিত ভর্তিতে সাফল্য লাভ ১৯৯২ সাল থেকে 'টিকমারা' (M.C.Q.) পদ্ধতি চালু হলেও এর দুর্বল দিকসমূহের জন্য বহুল সমালোচিত হয়েছে। পশ্ন ব্যাঙ্ক থাকায় সঠিক অর্থে 'অবজেকটিভ' টাইপের প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাই এই প্রথা পরিত্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু মধ্য থেকে এই প্রথায় কিছু ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীকে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের এইচএসসি পাস করা কৃতি বা মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ প্রথা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না, তবে মাঝখান থেকে এই প্রথা কিছু ভাগ্য বিড়ম্বিত ছাত্রছাত্রী যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির এই শেষ সুযোগ তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ আবেদন, অন্তত এই বছরের জন্য এই মেধা স্কোর পদ্ধতি স্থগিত রাখা হোক।

সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী,
সরকারী মহিলা কলেজ, পাবনা।